

পন্ডিতের প্রশ্ন

বিশ্বনাথ হালদার

পূজোর ছুটির পর প্রথম স্কুল খুলল। গুটি গুটি পায়ে পন্ডিত মশায় তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাসরুমে ঢুকে দ্যাখেন, গৌতম ঘুমে কাতর। একটু দম নিয়ে রোলকল ও কুশল বিনিময়ের পর, পন্ডিত মশায় গৌতমকে জিগ্যেস করল:- " কি হলো গৌতম ? ছুটিতে পড়াশোনা করেছে নাকি ফাঁকি দিয়েছে?" আঁকি বুকি দৃষ্টিতে গৌতম সাফাই দেয় , "সারারাত পড়েছি স্যার, সকালে পান্ডাভাত খেয়ে স্কুলে এসেছি তো, তাই একটু রুম মেরে বসে আছি।" তা বেশ,পন্ডিতমশায় গৌতমের কেশ কালো মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিগ্যেস করলো,"তা' কেমন পড়াশোনা করেছে একবার প্রশ্ন করে দেখি?" "বিলক্ষন" , ছাত্ররা সমস্বরে চিৎকার করে বললো, " যেগুলি সিলেবাসে আছে এক নিমিষে সব উত্তর দিয়ে দেব না পারলে বেদম বেত্রাঘাত।" বাতেলা অরিন্দম একেলা উঠে জানালো , "স্যার, প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই নিমিষে উত্তর দিয়ে দেব।" বেশ কাটতে না কাটতেই,পন্ডিত বলেন, "বেশ, তা হলে বলোতো লক্ষায় কে আগুন লাগিয়েছিল?"

" আ- আ- মি-তো জ্বলাইনি স্যার।বিশ্বাস করুন।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে পন্ডিত মশায়ের জিজ্ঞাস্য , "তাহলে কে আগুন লাগিয়েছিল লক্ষায়?" আমিতো জানিনা স্যার ! হাসির কলরোলে ক্লাসে গমগম করছে। "কি বলছে গৌতম?" "একদম মিথ্যা বলিনি স্যার। মা কালীর দিব্যি।" মায়ের কথা শুনে পন্ডিত মশায় ক্ষেপে লাল। বলেন," মেরে ছাল তুলে দেব। কালই তোমার মা-বাবাকে আমার সাথে দেখা করতে বোলো।" পরেরদিন পন্ডিত মশায় রোল কল করার জন্য খাতা খুলতেই গৌতমের মাতা পিতা হাজির। খাতির করে পন্ডিত মশায় স্বাগত জানাতেই আনতমস্তকে শুধালেন, "আমাদের ডেকেছেন স্যার?" "হ্যাঁ বসুন। কাল আপনার দুলালকে একটা প্রশ্ন করে ছিলাম,লক্ষায় কে আগুন ধরিয়েছিল।

উত্তরে আপনার ছেলে বলে কিনা আমিতো লাগাইনি স্যার।" তৎক্ষণাৎ বাবা ফিক করে হেসে বললেন, "ঠিক তো বলেছে স্যার। আমার ছেলে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাতে পারেনা সে জ্বালাবে লক্ষা!" ততোধিক কণ্ঠে মা বলে ওঠে," হ্যাঁ স্যার আমার ছেলে দুর্বল। তাই সবল হওয়ার জন্য তাকে হররোজ হরলিক্স খাওয়াই। সে তো বুট বলতে পারেনা। পাশ থেকে ফুট কেটে ছেলে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলল,"আমিতো এমনি এমনি খাই।"

"এই চোপ", বাবা বলল, "আগুন দেখলেই বাবুন এর মত দৌড়ায় আবার সে জ্বালাবে লক্ষ্মা।" পন্ডিত মশায় চোখে সর্ষেফুল দেখছে। তবুও মাথা কুল করে হেডস্যারের কাছে গিয়ে রাগত স্বরে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা জানালেন। শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়ে হেডস্যার বললেন, "আমার ছত্রিশ বছরের কর্মজীবনে গৌতমের মত সৎ ছেলে দেখিনি, ওতো মিথ্যা বলতেই পারে না, সোজাসুজি বলতে গেলে কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।" কোনো সদ্যুত্তর না পেয়ে পন্ডিৎ স্বগোক্তি করেন, ধ্যুত্তোর আমার সচিবের কাছে যাওয়া দরকার।

সচিব সব শুনে উল্টে বলেন, "আপনার কি মাথা খারাপ। তবে চাপ নেবেন না। ক্ষেপে গেলেও মেপে কথা বলুন। জানেন, ওরা কত টাকা ডোনেশান দেয়, সেই ডোনেশানের বকরা আমরা সবাই পাই। মিছামিছি একটা ছেলের বদনাম করবেন না।" কথা শুনে পন্ডিত খুব ব্যাথা পেয়ে সন্নিৎ হারানোর অবস্থা। সেই সাথে পন্ডিতের মাথার ঘাম অবিরাম বইতে শুরু করল। উত্তরের আশায় বিনায়ক পন্ডিতমশায় বিধায়কের কাছে গেলেন।

সব কথা শোনার পর ক্রোধে অগ্নিশর্মা বিধায়ক দেববর্মা বলে উঠলো, "এটা নিশ্চয় বিরোধীদের কাজ। বিধানসভায় সংখ্যালঘু। এরকম অপকর্ম করা বিরোধীদের ধর্ম। ভোটে ঐটে উঠতে পারছেন তাই পিছনে আগুন লাগিয়ে আমাদের কলঙ্কিত ও কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা। এর শেষটা আমরাও দেখে ছাড়বো। আগুন লাগানো বিরোধীদের কুকীর্তি হতে পারে তবে আমাদের সংস্কৃতি নয়। তাই আপনি একটা কাজ করুন থানায় গিয়ে বিরোধীদের নামে এফ আই আর করুন।

ভাষণে আর মন নেই। সোজা পন্ডিতমশায় গেলেন থানায়। অফিসার ইনচার্জ ভয়ে এফ আই আর করতে চাইছিলেন না। বলেন, কখন কে বা কারা কোথায় কোথায় আগুন লাগালো এটা জানতে খরচা আছে। তা' কিছু কি এনেছেন পন্ডিত বাবু মানে ডুকুমেন্টারী প্রফ এবং অভিযোগ পত্র। যদি না এনে থাকেন তাহলে শুধু জিডি করে দিচ্ছি। শুনেই পন্ডিত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য প্রায়। হয় এখন কি করা যায়।

তাড়াতাড়ি করে পন্ডিত মশায় গেলেন এবার মন্ত্রী মশায়ের ঘরে। আদ্যোপান্ত ইতিহাস শোনার পরে জলদগস্তীরস্বরে বললেন, "দেখুন পন্ডিত মশায়, সামনে ইলেকশন দেশের কন্ডিশন সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। কিছু দিন পর নমিনেশন জমা দিতে হবে। কে বা কারা অগ্নিসংযোগ করেছে তা দেখে লাভ নেই। বরং যা ক্ষতি হয়েছে তার পূরণে

আমি বন্ধপরিষ্কার। তড়তড় করে আমার টি আর পি বাড়বে। ভোটে ও জোট নষ্ট, আমি ও জয়ী হবো"। আরো প্রত্যয়ী হয়ে বললো, "আমি কালকেই টেন্ডার করছি। চারটে কোটেশন দরকার। তার মধ্যে আমার কোম্পানীটা লোয়েস্ট রেট দেবে। তাতে যা কমিশন হবে তার বরাত আপনিও পাবেন। তাই এক্ষুনি শিলান্যাস করে সব বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। "

মনে মনে ভাবলেন পবন নন্দন হনুমান লক্ষায় আগুন লাগালো আর এদের উত্তর আমার তনু ও মনে গনগনে আগুন জ্বালিয়ে দিলে গা। সব দেখে শুনে পন্ডিতমশায় সেই যে মুখ বন্ধ করলেন আর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না-----।

About author:

Biswanath Halder:- He was born in second day of February 1961 . He completed Secondary Education in Istaranpur K.P. Uchhavidyalaya situated in remote area of South 24 Paragana. Thereafter he completed Higher Secondary and B. Com in Kolkata Metropolitan Institutions and City College respectively. His ambition for higher studies couldn't be successful due to top poverty. He entered into Govt. Service at Govt. Of India Forms Store as LDC w. e. f. 26.4.1985. Thereafter He passed Departmental examination and promoted to the post of Accountant, Superintendent, Asst. Manager, Asstt Controller and at last Deputy Controller Sty (A). He worked at Govt Press Temple Street Kolkata Simla ,Delhi, Nilokheri, Mumbai ,Chennai and Bhubaneswar. He retired on superannuation from 28.2.2021. He is a member of Poets Foundation. He published a book "Jibontori" under the banner of Poets Foundation. His writing has also been published in different journal.